দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14-NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 4 ...

62

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সমাবেশ

চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আহূত এক সমাবেশে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহবান জানানো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নয়া সরকারী অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে আহূত এ সমাবেশে অনশন, কর্মবিরতি ও

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কালোব্যাজ ধারণসহ পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। সমাবেশে ১৫ দিনের মধ্যে নয়া অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ঘোষিত পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আজ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকদের কালোব্যাজ ধারণ, ১৯ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাস বয়কট, ২৪ নভেম্বর পূর্ণ দিবস ক্লাস বয়কট এবং ২৮ নভেম্বর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ৮টা থেকে ৫টা পর্যন্ত গণঅনশন। অবিলম্বে অধ্যাদেশ বাতিল না করলে ফেডারেশন বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করবে বলে সমাবেশে ঘোষণা করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ১৩ অক্টোবর থেকে কার্যকর ঘোষিত 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ-৯০' নামের নয়া অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকার প্রয়োজন মনে করলে এক মাসের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধের আদেশ দিতে পারবে এবং প্রয়োজনে অপর এক আদেশে অনধিক এক মাসের জন্য বন্ধের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা ছাড়াও সরকার হল-হোস্টেল বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ এবং শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে অন্য কোন নির্দেশ দিতে পারবে।

অবিলম্বে এই অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা একটি মৌন মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এই সমাবেশ করে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আলাউদ্দিন আহমেদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর জয়নুল আবেদীন, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর শহীদুল্লাহ তালুকদার,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমিন বেপারী বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এ সমাবেশ পরিচালনা এবং কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

সমাবেশে বক্তাগণ চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বক্তাগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ '৯০ অমান্য করে ক্লাস অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান এবং উক্ত ক্লাস গ্রহণ সম্পর্কে 'সরকারী তথ্য বিবরণী মারফত অপপ্রচারের' নিন্দা জানান।

সমাবেশে প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নয়া সরকারী অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের উপর মারাত্মক হস্তক্ষেপ। তিনি এই অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য ৭ দল, ৮ দল ও ৫ দলের পক্ষ থেকে একটি যুক্ত বিবৃতি দেয়ার জন্য আহবান জানান।

প্রফেসর ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান বলেন, বর্তমান সরকারের অপকর্ম বক্তব্য দিয়ে শেষ করা যাবে না। অধ্যাদেশ বাতিল করা না হলে তিনি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

ডঃ শহীদুল্লাহ তালুকদার বলেন, আন্দোলনকে কেউ বিপথগামী করলে তার সমুচিত জবাব দেয়া হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভিসিদেরকে পদত্যাগ করে শিক্ষকদের আন্দোলনে শামিল হবার আহবান জানান।

ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষকদেরকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগলে চলবে না, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাবেশে প্রফেসর জয়নুল আবেদীন বলেন, দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। শিক্ষকদেরকেও ঐক্যবদ্ধভাবে জনতার পাশে দাঁড়াতে হবে।

প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক বলেন, সরকার অধ্যাদেশ বাতিল না করতে চাইলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে অধ্যাদেশ বাতিলে বাধ্য করতে হবে।

প্রফেসর নূরুল আমিন আন্দোলনকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত করার জন্য দুই নেত্রীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান।

সমাবেশে সভাপতির ভাষণে প্রফেসর মুজিবর রহমান বলেন, যতদিন স্বৈরশাসন থাকবে ততদিন কালা-কানুনও জারি হতে থাকবে। তিনি বলেন, স্বৈরশাসন উৎখাতের মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে।